সা ত দি ন

৮ অক্টোবর: ১৫টি আসনের ৮৩টি কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচনে চারদল ১১, আওয়ামী লীগ ১ এবং স্বতন্ত্র ৩ আসনে জয়ী।

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কার্যভার গ্রহণের ৫ বছর মেয়াদ পূর্ণ।

৯ অক্টোবর : ৮ম জাতীয় সংসদে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ চারদলীয় ঐক্য জোটের নবনির্বাচিত ১৯৬ জন এমপি শপথ গ্রহণ করেছেন।

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বিএনপি সন্ত্রাসীরা আওয়ামী লীগ কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে।

১০ অক্টোবর : বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ৮ম জাতীয় সংসদে দেশের দ্বাদশ সরকার প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

নির্বাচন বাতিলের দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে আওয়ামী লীগের অবরোধ কর্মসূচি পালিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হলে ছাত্রলীগ -ছাত্রদলের মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময় হয়েছে।

১১ অক্টোবর : নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ব্যাপক উদ্দীপনার সঙ্গে দুর্গোৎসব পালন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

১২ অক্টোবর : কক্সবাজারের চকোরিয়ায় একটি মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে যাত্রীবাহী কোচ ব্রেক ফেল করে ঢুকে পড়লে ১০ জন নিহত এবং প্রায় ৬০ জন আহত হন।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে 'সচেতন ছাত্র সমাজ' কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করেছে।

১৩ অক্টোবর : মন্ত্রিপরিষদ সচিব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হয়রানির ঘটনার তদন্তের জন্য জেলা প্রশাসনসমূহের প্রতি জরুরি নির্দেশ প্রদান করেছেন।

১৪ অক্টোবর : অ্যাডভোকেট এ এফ হাসান আরিফ দেশের একাদশতম অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

বরিশালে আওয়ামী লীগ অফিস ভাঙচুর এবং সাবেক চীফ হুইপের বাড়িতে হামলা ও গুলিতে পুলিশসহ ১০ জন আহত।

সত্যকে অস্বীকার
সেই পুরনো অভ্যাস

নির্বাচনের পর থেকেই দেশ জুড়ে চলছে অরাজকতা। হত্যা, ধর্ষণ, দখল, সংখ্যালঘুদের ভিটেমাটি ছাড়া করা, কত ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনা প্রতিদিনই পত্রিকার পাতায় আসছে। আগে আওয়ামী লীগের লোকজন করতো এখন করছে বিএনপি'র। অর্থাৎ শুধুমাত্র দলের পরিবর্তন হয়েছে, অবস্থান নয়। সম্প্রতি সরকার গঠন করা বিএনপি এসব ঘটনাকে অস্বীকার করছেন, ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি সরকার। দেশবাসী আতঙ্কে ভুগছে... লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'Old habits die hard'. বাংলাতেও একই রকমের প্রবচন আছে– 'স্বভাব না যায় ম'লে ইল্লত না যায় ধুলে।'

বাংলাদেশের শাসকদলগুলোর জন্য এই প্রবচন কত সত্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জনগণের কাছে অতীতের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসেই আওয়ামী লীগ তাদের পুরনো চেহারায় ফিরে যায়। বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকার তো বটেই বাংলাদেশের সব কিছুই তারা নিজের বলে মনে করতে থাকে। কেউ তাদের বিরোধী থাকতে পারে এটা তারা বিশ্বাস করতেই রাজি ছিল না। এ কারণেই আওয়ামী লীগ বা তার নেত্রী কেউই কোনো সমালোচনা সহ্য করতেই রাজি ছিল না। কেবল তাই নয়, নিজেদের প্রচারের জন্য সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমগুলোকেও তারা শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত ও তার পরিবারের প্রচারযন্ত্রে পরিণত করেছিল। আওয়ামী লীগ আমলে মানুষ বিটিভি'র নাম বদলে তাই 'বাপ-বেটির টিভি' বলে নতুন নামকরণ করেছিল।

রেডিও-টিভি'র এহেন দলীয় প্রচার সম্পর্কে কথা বললে আওয়ামী লীগের কর্তাব্যক্তিদের একটাই উত্তর ছিল যে, একুশ বছর ধরে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের বাইরে রাখা হয়েছিল। এই পাঁচ বছরে সেটা তারা পুষিয়ে নিচ্ছে কেবল। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে তারা যে শ্রোতা ও দর্শকদের বাংলাদেশ বেতার ও বিটিভি'র কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল তা তারা বুঝতে রাজি হয়নি।

প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা। বিএনপি শাসনের সময় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নিজ ও তার প্রেস কর্মকর্তাদের আচরণ সংবাদ মাধ্যম থেকে বিএনপিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে আন্দোলনের খবর ও সংবাদপত্রের মতামত বিবেচনায় নিতে তারা রাজি ছিল না। ফলে বিএনপি'র সঙ্গে সংবাদপত্রের একটা দূরত্ব রচিত হয়েছিল। এই সুযোগ নিয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সংবাদপত্রের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে যাকে তাই। সংবাদপত্রে আওয়ামী লীগ শাসনের যে কোনো সমালোচনা শেখ হাসিনা ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করতেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, তার সরকারের শাসনের সমালোচনা করায় প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনামকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও ছাড়তেন না। এর ফলে আওয়ামী সমর্থক বলে পরিচিত পত্রিকাগুলোও ক্রমেই তার বিরুদ্ধে চলে যায়। সংবাদপত্রগুলো আওয়ামী শাসনের সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও লুটপাট সম্পর্কে বিশেষ সোচ্চার হয়। অবশ্য অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, সে সম্পর্কে কথা না বললে সংবাদপত্র নিজেরাই পাঠকদের আস্থা হারাত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এসব প্রতিবেদনের যথার্থতা না খুঁজে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বরং ঐসব সংবাদপত্র ও সম্পাদকদের খুত খুঁজতে ব্যস্ত থাকতেন। ফেনীর জয়নাল হাজারীর হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত সাংবাদিক টিপুর চিকিৎসার

জন্য 'প্রথম আলো-ডেইলি স্টার' যে তহবিল সংগ্রহ অভিযান শুরু করে তাও তার রোষানলে পড়েছিল। সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে প্রথম আলোর সম্পাদকের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতেও তিনি ছাড়েননি।

বস্তুত, সংবাদপত্র সম্পর্কে এ ধরনের একচোখা নীতির কারণেই

> রেডিও-টিভি'র এহেন দলীয় প্রচার সম্পর্কে কথা বললে আওয়ামী লীগের কর্তাব্যক্তিদের একটাই উত্তর ছিল যে, একুশ বছর ধরে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের বাইরে রাখা হয়েছিল। এই পাঁচ বছরে সেটা তারা পুষিয়ে নিচ্ছে কেবল। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে তারা যে শ্রোতা ও দর্শকদের বাংলাদেশ বেতার ও বিটিভি'র কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল তা তারা বুঝতে রাজি হয়নি

বাস্তবতা থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের পায়ের তলা থেকে যে মাটি সরে গেছে সেটা তারা একেবারেই বুঝে উঠতে পারেননি।

সংবাদপত্রের সঙ্গে আওয়ামী লীগের এই সম্পর্ক থেকে বিএনপি'র শিক্ষা নেয়া উচিত ছিল। বিএনপি'র নিজ আমলেই সংবাদপত্রের সঙ্গে তাদের যে শীতল সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল সেখান থেকেও তাদের শিক্ষা নেয়ার কথা। তার ওপর সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিএনপি'র বিশাল বিজয়ে তাদেরকে আরও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠা প্রয়োজন।

কিন্তু বিএনপি'র কর্তাব্যক্তিরা নির্বাচনে জিতেই বিপরীত আচরণ করা শুরু করেছেন। এটা সবার জানা যে, নির্বাচনে বিএনপি'র বিজয়ের ফলাফল সম্পূর্ণ প্রকাশিত হবার পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তাদের দখলদারী প্রতিষ্ঠা শুরু করে। নির্বাচনের ফলাফল বের হওয়ার পরপরই বিএনপি দলীয় ক্যাডাররা বাস টার্মিনাল, লঞ্চ টার্মিনাল, মার্কেট প্রভৃতির দখল নেয়া শুরু করে। ঢাকার গণশৌচাগারগুলোও দখল করা শুরু হয়। এসব দখলদারিত্বের পেছনে অর্থ আয়ের বিষয় কাজ করছে। এসব দখলদারিত্ব এখানেই থেমে নেই গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তিগত জমি দখল, ঘর-বাড়ি, গবাদি পশু দখলের ঘটনাও ঘটেছে।

বিএনপি'র বিজয়ের পর বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ওপর যে জুলুম-অত্যাচার শুরু হয়েছে তা সব মহলেরই উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবাদপত্রগুলো খবর দিচ্ছে যে বরিশাল, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরার সংখ্যালঘুরা এ ধরনের আক্রমণের ফলে নিজ বাড়িঘর ছেড়ে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগেরও খবর পাওয়া গেছে। এ নিয়ে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গেও দেখা করেছেন এবং তার দলের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘুদের ওপর এসব হামলা-জুলুম বন্ধ করার জন্য বিবৃতিও দেয়া হয়েছে।

কিন্তু বিএনপি'র স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ও বর্তমানে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে এসব নব্য দখলদারি ও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ-

জাতীয় সংসদের সংস্কার কাজ

নতুন সরকারকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হচ্ছে জাতীয় সংসদ ভবন। ২৮ অক্টোবর শুরু হচ্ছে ৮ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন। সর্বত্র চলছে ঘষা-মাজার কাজ। ভবনের দরজা-জানালা নতুন করে পলিশ করা হচ্ছে, দেয়ালের খসে পড়া টাইলস্‌গুলো হচ্ছে পুনঃস্থাপিত, মোজাইক ফ্লোরে চলছে ঘষা-মাজার কাজ, অধিবেশন কক্ষের ওপরে কাঠের প্রটেকশন সিস্টেমেও চলছে মেরামত আর স্পিকার ডায়াসের কার্পেটও পাল্টানো হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, স্বাধীনতার পর এটাই প্রথম সংসদ ভবনের বড় রকমের সংস্কার কাজ। আর এই কাজের জন্য ব্যয় হচ্ছে নিয়মিত সংস্কার কাজ অপেক্ষা অতিরিক্ত প্রায় ২ কোটি টাকা।

লেখা ও ছবি : **এন্ড্রু বিরাজ**

জুলুমের কথা জানতে চাওয়া হলে তিনি সেই অতীতের মতই 'এসব অতিরিক্ত খবর সাংবাদিকদের বাড়াবাড়ি' বলে পুরনো ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে দেন। কেবল খন্দকার মোশাররফই নন, বিএনপি'র মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া এসব ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রচারিত খবরকে মহল বিশেষের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার বলেও বলেছেন। অর্থাৎ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এসব ঘটনাবলী সম্পর্কে খবর তারা মানতে রাজি নয়, খতিয়ে তার সত্যাসত্য যাচাই করা তো দূরের কথা।

বস্তুত, শাসকশ্রেণীর দলগুলো নার্সিসাসের মত নিজেদের প্রতিবিম্ব নিয়েই আত্মমগ্ন থাকতে ভালোবাসে। যে কারণে শেষ সময়ে সংবাদপত্রগুলো যেন শেখ হাসিনার চোখের বিষ ছিল। বিষ ছিল এই কারণে যে কোনো কোনো সময় অতিরঞ্জন করলেও দেশের অরাজক অবস্থার কঠিন বাস্তবতা তারা বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এসব সংবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে তারা কোনো বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করেনি। বরং তাদের মন্তব্যে সে সময়কার সরকার ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি তাদের সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগ কেউই সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্বাস করতে রাজি হয়নি। নতুন ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতই সেসবকে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার' বা 'সাংবাদিকদের বাড়াবাড়ি' বলেই নাকচ করে দিয়েছে।

কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের যে কালচার সেখান থেকে বেরিয়ে আসা কি অত সহজেই সম্ভব? বিগত দুটি নির্বাচনেই জনগণ সন্ত্রাস ও দুর্নীতির কারণে প্রধান দুটি দলকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল। বিএনপি ক্ষমতায় এসে মুখে যাই বলুক, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ যে অনেক কঠিন কাজ সেটি বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন প্রতিটি মানুষই বুঝতে পারছে। ক্ষমতায় আরোহণের এক সপ্তাহ পূর্তির আগেই কুষ্টিয়ার এক প্রতিমন্ত্রীপুত্র একজন সাংবাদিকের ভাইকে পিটিয়েছে। ডাক তার ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী আহসানুল হক মোল্লা ওরফে পচা মোল্লার পুত্র বাচ্চু মোল্লার সন্ত্রাসী ঘটনায় এটাই প্রথম নয়। বাবা মন্ত্রী হওয়ার পর মাস্তানি, চাঁদাবাজির খুঁটি আরও শক্ত হয়েছে। এ যেন আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন মায়ার পুত্র কিংবা হাসানাত আব্দুল্লাহর পুত্রেরই নতুন সংস্করণ। সন্ত্রাসী পুত্রদের কারণে আওয়ামী লীগ সরকারের ভাবমূর্তি, জনসমর্থন শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছিল। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর জনগণ সেই একই ঘটনা দেখছে। এ সমস্ত ঘটনা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা এমপিরা বলেন এসব পত্রিকাওয়ালা বাড়িয়ে লিখছে। পত্রিকাওয়ালারা যে বাড়িয়ে লেখে না তার বাস্তব প্রমাণ বিগত সরকার। বিএনপি'র প্রধান নির্বাচনী অঙ্গিকার সন্ত্রাস নির্মূল। সন্ত্রাস নির্মূলে যদি বিএনপি আন্তরিক হয় তবে এখনই সরকারকে মন্ত্রীপুত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদেরকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

> প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা। বিএনপি শাসনের সময় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নিজ ও তার প্রেস কর্মকর্তাদের আচরণ সংবাদ মাধ্যম থেকে বিএনপিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে আন্দোলনের খবর ও সংবাদপত্রের মতামত বিবেচনায় নিতে তারা রাজি ছিল না। ফলে বিএনপি'র সঙ্গে সংবাদপত্রের একটা দূরত্ব রচিত হয়েছিল। এই সুযোগ নিয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সংবাদপত্রের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে যাকে তাই। সংবাদপত্রে আওয়ামী লীগ শাসনের যে কোনো সমালোচনা শেখ হাসিনা ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করতেন

মন্ত্রীপুত্রের ঘটনা বাদেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপি'র সাংসদ জহিরউদ্দিন স্বপন দাবি করেছেন বরিশাল সহ সারাদেশে সংখ্যালঘুদের ঘটনা পত্রিকায় অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এক্ষেত্রেও বাস্তবতা ভিন্ন। ১৫ অক্টোবর রাত ৮টার বিটিভির সংবাদে দেশবাসী দেখেছেন মানুষ ক্ষমতায় গেলেও কিভাবে বদলে যায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ চৌধুরী বিটিভি'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বরিশালের গৌরনদী, আগৈলঝরায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর বিএনপি বা অন্য কোনো দিক থেকে কোনো সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেনি। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ আমলে এ এলাকায় সন্ত্রাসীরা প্রচুর নির্যাতন চালিয়েছে। তারা নির্বাচনের পরে পালিয়ে যাওয়ার সময় এলাকার সংখ্যালঘুদের কাউকে কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। হিন্দুরা যায়নি বলেই তারা এসব অপপ্রচার চালাচ্ছে। হেলিকপ্টারে চড়ে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া এলাকা পরিভ্রমণ করেও তিনি অস্বাভাবিক কিছু দেখেননি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রশাসন দিয়ে তদন্ত করিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের সপক্ষে কোনো প্রমাণ পাননি। আবারও প্রশ্ন আসে তাহলে কি সাংবাদিকরা মিথ্যা লিখছে। উত্তর হচ্ছে 'না'। কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে পুলিশকে দিয়ে তদন্ত করিয়েছে তারা এখন বিএনপি সরকারের পুলিশ। কথায় আছে বাংলাদেশের পুলিশ কখনও নিরপেক্ষ নয়। কোন পুলিশ অফিসারের ঘাড়ে দুটি মাথা আছে যে সে সরকারি দলের লোকজন কিংবা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেবে? সেই লোক দেখানো টিভি ক্যামেরা নিয়ে 'ভিকটিম'দের প্রকৃত ঘটনার বিপক্ষে বক্তব্য দেয়া– এই সব অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মানুষের বহুদিনের। যেজন্য বিটিভি'র কথা কেউ বিশ্বাস করে না। মাননীয় মন্ত্রী, হেলিকপ্টারে চড়ে প্রকৃত ঘটনা বোঝা যায় না। আপনি পায়ে হেঁটে গৌরনদী আগৈলঝরা এলাকা ঘুরে দেখুন কত অসহায় সংখ্যালঘু পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিনিধি গত ১২ অক্টোবর ঐ এলাকা ঘুরে এসেছেন। সন্ত্রাসী ঘটনার ছবি তুলেছেন। এসব মিথ্যা নয়। ঘটনা কারা ঘটিয়েছে এ প্রশ্ন অবান্তর। ঘটনা ঘটেছে এটাই সত্য। যারা ঘটিয়েছে তারা সন্ত্রাসী। তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে, শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এই সন্ত্রাসী ঘটনায় বিরক্ত হয়েই জনগণ বিএনপিকে ক্ষমতায় পাঠিয়েছে এটা বিএনপি সরকার তথা খালেদা জিয়াকে বুঝতে হবে, মানতে হবে। তা না হলে জনগণ কিভাবে প্রতিশোধ নেয়– সেটা খালেদা জিয়া দেখেছেন এবং এর থেকেই তার সরকার শিক্ষা নেবে বলে জনগণ প্রত্যাশা করে।

সরকার গঠনের পরদিনই বেগম জিয়া চলে গেলেন উমরাহ হজ করতে। দেশের বিদ্যমান এই পরিস্থিতিতে ক'দিন পর উমরাহ পালন করতে গেলে নিশ্চয়ই দোষের হত না। প্রধানমন্ত্রীর এই সময়ে দেশের বাইরে যাওয়া উচিত হয়নি। তিনি দেশে থাকলে পরিস্থিতির আরও উন্নতি হতো বলেই দেশবাসী মনে করে। দেশে যখন সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, পাল্টা দখলের ঘটনা ঘটছে তখন প্রধানমন্ত্রীর দেশের বাইরে যাওয়ার যৌক্তিকতা সচেতন মানুষ খুঁজে পায় না।

১ অক্টোবরের নির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের উদ্দেশে বেগম জিয়া বলেছেন, তারা যেন মনে না করেন তারা পাঁচ বছরের জন্য তাদের ঐ পদ বা ক্ষমতা পেয়ে গেছেন। প্রয়োজনে তিনি সন্ত্রাসে লিপ্ত সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের দল থেকে বের করে দেবার কথাও বলেছেন। এ কথাগুলো যদি বাস্তব হয় তা হলে ভালো কথা। সেটা বিএনপি'র জন্যই উত্তম হবে। বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তা হলেই বিএনপি বর্তমান সময়ের জন্যই নয়– ভবিষ্যতের জন্যও জনগণের আস্থাভাজন দল হিসেবে থাকবে।

যেমন আছেন সন্দ্বীপবাসী

রকেট লাঞ্চার, একে-৪৭, একে-৫৬সহ অত্যাধুনিক অস্ত্রের সহজলভ্যতা সন্দ্বীপের তরুণ সমাজকে সন্ত্রাসে নামিয়েছে এমন অভিযোগ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক এলাকাবাসীর। অস্ত্রধারী ক্যাডারদের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে দ্বন্দ্ব-কোন্দল আসে এবং হার-জিতের লড়াই ওঠে তুঙ্গে... চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

সমুদ্র বেষ্টিত সিঁদুরের টিপের মতো দ্বীপ সন্দ্বীপ। সন্ত্রাস, হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ এই দ্বীপবাসীদের সকল আনন্দ যেন কেড়ে নিয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি'র মধ্যেকার সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে দ্বীপ জুড়ে। উদ্বাস্তুর মতো পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সন্দ্বীপবাসী।

সন্দ্বীপের ৬৮ মৌজার মধ্যে বর্তমানে ১৬ মৌজা ছাড়া সবই সাগরে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমান এমপি মোস্তফা কামাল পাশা গত ১৩ অক্টোবর সন্দ্বীপ থেকে টেলিফোনে এই প্রতিবেদককে বলেন, 'জাতিগত অবস্থানগত কারণে সন্দ্বীপের জনগণ সুশীল, পবিত্র সম্পর্কে বিশ্বাস করে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সন্দ্বীপবাসী আজ সে সব হারিয়ে ফেলেছে'।

গত ক'দিনে প্রায় প্রতিদিন সন্দ্বীপ ছাড়ছেন প্রচুর দ্বীপবাসী। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিশ্বনাথ ভৌমিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সন্দ্বীপ থেকে বেরুবার পথ অনেক। যে কারণে আমার কাছে সঠিক পরিসংখ্যান নেই কতো লোক সন্দ্বীপ ছাড়ছেন'। বিভিন্ন অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি এ ব্যাপারে জ্ঞাত নন বলে জানান।

চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকা এবং হোটেলে আশ্রয় নেয়া বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের সন্দ্বীপবাসী তাদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের কথা এই প্রতিবেদককে জানাতে গিয়ে অনিশ্চয়তায় জড়িয়ে যাবার পেছনে বর্তমান সংঘাতময় পরিস্থিতিকে দায়ী করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের এই দ্বীপবাসী তাদের প্রতি নির্যাতনের যে ভয়াবহ রূপ বর্ণনা করেছেন এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে নির্যাতনের চিহ্ন দেখিয়েছেন, শিউরে ওঠার মতো সেসব বর্ণনা ও দৃশ্য। অথচ ক্ষমতাসীন দল এবং বর্তমান এমপি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেন সন্দ্বীপে তেমন কিছুই হয়নি।

এদেশে জন্মে, বেড়ে ওঠার পরও ' সংখ্যালঘু' এবং আওয়ামী লীগের 'ভোট ব্যাংক ' এই অভিযোগ এনে সকল ক্ষেত্রে লাঞ্ছিত, বিতাড়িত করা হচ্ছে হিন্দুদের। সন্দ্বীপে আওয়ামী লীগের কোনো নেতা-কর্মীর অস্তিত্ব দেখা যায়নি। যে ক'টি হিন্দু পরিবার রয়েছে সশস্ত্র, ভীত এদের যেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেমে গেছে; সকল আলো এদের সামনে যেন নিভে গেছে।

২ অক্টোবর সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানের নবম শ্রেণীর কন্যাকে পিতার সামনে ধর্ষণ করা হয়েছে পিতাকে বেঁধে রেখে। সদ্য ঘরে আনা পুত্রবধূকে ধর্ষণ করেছে সন্ত্রাসী দল। ২ অক্টোবর সারিকাইতের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানের কন্যাকে ধর্ষণ করেছে আকবর

বিক্ষোভ

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে বিশ্বব্যাপী চলছে বিক্ষোভ। বাংলাদেশেও গত শুক্রবার দেশব্যাপী জুমার নামাজ শেষে ব্যাপক বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেয় মৌলবাদী সংগঠনগুলো। বিক্ষোভকারীরা মার্কিনবিরোধী স্লোগান দেয় এবং প্রেসিডেন্ট বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করে। রাজধানী ঢাকায় বায়তুল মোকাররমসহ শহরের অন্যান্য মসজিদ থেকে বিক্ষোভকারীরা পল্টন ময়দানে মিছিল করে এসে সমবেত হন এবং বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।

লেখা ও ছবি : **এন্ড্রু বিরাজ**

বাউরিয়া (নোয়াহাট) সন্ত্রাসী তালিকা

জামালউদ্দিন	পিতা ইদ্রিস মিয়া	মেম্বার গো বাড়ি
সুমন	পিতা আবুল খায়ের	আলম মাঝির বাড়ি
সোহেল	পিতা মনু চৌধুরী	চৌধুরী গো বাড়ি
ইয়াছিন	পিতা আজগর	মোল্লাবাড়ি
পরান	পিতা জসীমউদ্দিন	আলম মাঝির বাড়ি
ফিনু	পিতা কালামিয়া	আলম মাঝির বাড়ি
রহিমউল্লাহ্	মহিবউল্ল্যাহ	নাছির উল্লা মুনশির বাড়ি

রহিমউল্লাহ্ (তালেবান নেতা) সুমন, সোহেল, ইয়াছিন মূলত এ গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছে

ভূঁইয়া ও তার দল। 'সূর্যের হাসি' জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচির কর্মীরা বাধাগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ধর্ষিতা হয়েছে মগধারা কাটাখালি খালের উত্তর পাশে এক তরুণী।

সাংবাদিক পরিচয়ে কারো সন্দ্বীপে প্রবেশের কোনো উপায় নেই। জাতীয় দৈনিক সমূহে সন্দ্বীপের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন লেখালেখির কারণে 'আওয়ামী লীগের ক্যাডার' অভিধায় অভিহিত করা হচ্ছে সাংবাদিকদের। 'জ্বালাও পোড়াও' এবং 'দলীয়করণ নীতি'তে নেতৃত্ব দিচ্ছে বর্তমান সরকারিদলের ব্যানারে থাকা সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনী।

রকেট লাঞ্চার, একে-৪৭, একে-৫৬সহ অত্যাধুনিক অস্ত্রের সহজলভ্যতা সন্দ্বীপের তরুণ সমাজকে সন্ত্রাসে নামিয়েছে এমন অভিযোগ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক এলাকাবাসীর। অস্ত্রধারী ক্যাডারদের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে দ্বন্দ্ব-কোন্দল আসে এবং হার-জিতের লড়াই ওঠে তুঙ্গে। বেশ কিছুদিন থেকেই আওয়ামী লীগের ক্যাডারদের বিভক্তি নিয়ে সমর্থকরা নেতাদের দ্বারস্থ হয়েছেন বারবার। নেতারা শুনতেন, তবে তাদের অবস্থানে অনড় ভূমিকা ছিল। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে বিএনপির ক্যাডার বাহিনীর প্রত্যক্ষ অভিযান শুরু হয় প্রকাশ্যে। ৩০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় দলীয় লিফলেট-পোস্টার হাতে যাওয়ার সময় গুলি করে হত্যা করা হয় ছাত্রলীগ নেতা মাহমুদুন্নবী পিন্টুকে। ২ অক্টোবর মুসাপুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা ফোরকানউদ্দিনকে আইয়ুব আলীর নেতৃত্বে বিএনপি ক্যাডার বাহিনী কাঁচি এবং ছুরি দিয়ে নির্মমভাবে হত্যার চেষ্টা করে। বর্তমানে তিনি ঢাকায় চিকিৎসাধীন। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে এখনো। গত ১৩ অক্টোবর দুপুরে চট্টগ্রাম এসে পৌঁছে মুসাপুর গ্রামের কৃষকপুত্র দশম শ্রেণীর ছাত্র দিদার। হাতে-পায়ে প্রচন্ড মার খেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে।

তালেবান শিক্ষায়ও সন্দ্বীপ পিছিয়ে নেই। বাউরিয়া নোয়াহাট এলাকার সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনীর নেতা রহিমউল্লাহ্ মইনুল ইসলাম মাদ্রাসা ও এতিমখানার প্রতিষ্ঠাতা বলে এলাকাবাসী সূত্রে প্রকাশ। বছরে কমপক্ষে দু'বার মধ্যপ্রাচ্য সফর হয় তার। কোনো এতিমকে আশ্রয় না দিয়েই তার এতিমখানা প্রতিষ্ঠিত। মধ্যযুগীয় পন্থায় হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে 'আমরা সবাই তালেবান বাংলা হবে আফগান..' এই স্লোগানে প্রতিদিন দীক্ষা দেয়া হয়। বেশ ক'টি মাদ্রাসাই এখন সন্দ্বীপে তালেবানি শিক্ষায় সংগঠিত করছে শিশু-কিশোরদের। এখন স্লোগান উঠছে 'আমরা সবাই রাজাকার মুক্তিযোদ্ধারা বাংলা ছাড়'। মোজ্জাম্মেল আনোয়ার বাবুল (বিএনপি নেতা) রহিমউল্লাহ্র সাথি।

'দখলীকরণ অভিযান' নামে এসব অভিযানে নেতা-কর্মীদের অনেকে অংশ নিলেও প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে বারবার

স্থানীয় অস্ত্র ব্যবসায়ী

(এরশাদ মার্কেট)

(১) নাদু গং, (২) জাবেদ

বাউরিয়া ফেরিঘাট- মুন্সীয়া

কাছিয়া পাড়- রহিম্যার নেতৃত্বে

সেনের হাট- রোমান, হেলালের নেতৃত্বে

শিবেরহাট-ফোরকান উদ্দিন
(দুর্ধর্ষ ক্যাডার)

গাদুয়া- বাবুল মেম্বারের নেতৃত্বে

হারামিয়া- নিশানের নেতৃত্বে হারামিয়া কমপ্লেক্স দখল

রহমতপুর -মাঈনুদ্দিন মাইন্যা, রোমান (এমপির ভাতিজা) লাকড়ি হেলাল

কালাপানিয়া - খুশবন (আওয়ামী লীগ থেকে এখন বিএনপিতে)

মৌলভী বাজার বাউরিয়া

(১) আবদুল কাদের (২) আলমগীর

বাউরিয়া নাজিরহাট

কাউসার, ফারুক মেম্বার, মহিউদ্দিন

শান্তিরহাট

আইয়ুবের নেতৃত্বে

যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকে। সন্দ্বীপে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে বিভিন্ন মন্দির, ধাম আক্রান্ত হয়েছে। তবু অস্বীকার করা হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা। সর্বশেষ তথ্যমতে, মুসাপুর সত্যনারায়ণ ধামের পাশে হিন্দু বাড়ি দখলের দীর্ঘ প্রচেষ্টা প্রায় বাস্তবায়নের পথে। ৩০টি বাড়ি অগ্নিসংযোগের জন্যে হিটলিস্ট করা হয়েছে, ধারাবাহিকভাবে ১টিতে সম্পন্ন হয়েছে এই পরিকল্পনা মতো। দক্ষিণ সন্দ্বীপের মগধারা পেলিশ্যার বাজারে মুক্তিযোদ্ধা আতিক সওদাগরকে (৭৫) গলায় জুতোর মালা এবং কাঁটার মালা পরিয়ে সারা বাজার ঘুরিয়েছে শিবির নেতা আবুল বাশার গত ১২ অক্টোবর। একই সঙ্গে কাচিয়াপাড়া এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা মুস্তাফিজুর রহমানকে (৫০) সারা বাজার ঘোরানো হয় জুতোর মালা পরিয়ে।

এসব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৮ অক্টোবর সন্দ্বীপের পথ ধরি এক সাংবাদিক টিমের সঙ্গে। দুপুরে সন্দ্বীপে পা দিয়েই থমথমে সন্দ্বীপ নজরে আসে। কিছু তথ্য সংগ্রহের পর ৯ অক্টোবর দক্ষিণ সন্দ্বীপ যাবার পরিকল্পনা হয়, ট্যাক্সি ঠিক করতে পাঠানো হয়। এর পর পরই রাত সাড়ে ন'টার দিকে মুখোমুখি হই ভয়ানক বাস্তব পরিস্থিতির। অন্ধকারে (বিকেল থেকে বিদ্যুৎবিহীন সন্দ্বীপ) দূর থেকে টর্চ হাতে কিছু লোক দেখা যায়। কলাপ্সেবল গেট বন্ধ করার আগেই ঢুকে পড়ে ৮/৯জন। বাইরে অস্ত্রধারী বাহিনী দাঁড়ানো থাকে। একটি জাতীয় দৈনিকের রিপোর্টারকে আক্রমণ করে বলা হয় তার পূর্বেকার রিপোর্ট (সন্দ্বীপের পরিস্থিতি নিয়ে) আওয়ামী লীগের পক্ষে। সেসব যেন 'নিরপেক্ষ' লেখা হয় এবং তিনি যেন 'ভুল স্বীকার' করেন। তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়। উপদেশ দেয়া হয় অনেক। পরদিন সকালে এলাকার প্রতিপত্তিধারী সেকান্দার চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলেন প্রথম আলোর রিপোর্টার একরামুল হক বুলবুল। এর পর পরই মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে দুর্গম পথে হাঁটুপানি সমুদ্র পেরিয়ে হেঁটে উঠতে হলো স্পিড বোটে। তখনও বোঝা গেলো রাতে হুমকি দেয়া দলের প্রতিনিধির অবস্থান। হুমকিদাতা দলটি পরিচয় দিয়ে যায় যার যার নাম বলে। পরে জানা যায় বর্তমান এমপি মোস্তফা কামাল পাশার সেকেন্ড ইন কমান্ড রহমতপুর ইউপি চেয়ারম্যান সেকান্দারের পুত্র, এমপির ভাতিজা রোমান, মাঈনুদ্দিন মাইন্যা ছিল সেই দলে।

গত ১৩ অক্টোবর এসব নিয়ে প্রশ্ন করলে সন্দ্বীপ থেকে টেলিফোনে এমপি মোস্তফা কামাল পাশা সন্ত্রাস নির্মূল এবং উন্নয়নের অঙ্গীকার করে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন এসব অভিযোগের। সঙ্গে থাকা চেয়ারম্যানকে টেলিফোন ধরিয়ে দিলে সেকান্দার চেয়ারম্যান ক্ষুব্ধ ভাষায় বলেন, 'প্রথম আলোর বুলবুল আওয়ামী লীগের ক্যাডার। তাকে কেউ হুমকি দেয়নি, আমাকে সে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছে...।'

এমপি মোস্তফা কামাল বলেন, 'পাকা বাঁধ দিয়ে সন্দ্বীপকে সুরক্ষিত এবং সন্ত্রাসমুক্ত করবেন।' বিএমএ কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক আওয়ামী নেতা ডা. জামালউদ্দীন সন্দ্বীপের ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে এই প্রতিবেদককে বলেন, 'আমরা নিশ্চয়ই এভাবে ছেড়ে দেবো না। সন্দ্বীপ নিজ ভূমে ফিরে যাবো সবাই। সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে নতুন সরকারের অবস্থান পর্যবেক্ষণের পর।'

দেশ ছাড়ার তালিকায়

নির্বাচনের পরপরই শতকরা ৪০ ভাগ ভোটপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের যেসব নক্ষত্র দেশত্যাগ করেছেন, তাদের পথ অনুসরণ করতে আগ্রহী ছিলেন আরো অনেকেই। এদের অনেকেই আবার চলেও গেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিনই আসছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের এলাকা ছাড়ার খবর। ইমিগ্রেশনের খবরদারি বেড়ে যাওয়ায় এদের অনেকেই বিমানপথে দেশ ছাড়ার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। তার পরিবর্তে তারা বেছে নিয়েছেন স্থলপথ। নিজস্ব পাসপোর্ট ব্যবহার করার ঝুঁকি না নিয়ে তারা হয় ভিন্ন নামের পাসপোর্টে, অন্যথায় দালাল ধরে পাড়ি দিচ্ছেন সীমান্ত।

প্রথম দফায় নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান, চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ্, শেখ রেহানা, ফেনীর জয়নাল হাজারী, সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীরসহ প্রায় ১০-১১ জন আওয়ামী নক্ষত্র দেশ ছেড়েছেন। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে অসংখ্য ক্যাডার ও সন্ত্রাসী।

আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সূত্রসমূহ জানায়, বাগেরহাটের আওয়ামী লীগ নেতা শেখ হেলালের বোনজামাই আলী খবির চান (ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক কর্মকর্তা), হেলালের ছোট ভাই শেখ জুয়েল, মাদারীপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও শেখ হাসিনার এক ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ছোট ভাই ইয়াদ আলী, চট্টগ্রামের আখতারুজ্জামান বাবুর ছেলে জাবেদ, সন্ত্রাসী সুনীল, চট্টগ্রাম মহানগর (উঃ) ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তৈয়ব, ঢাকা মহানগর (উঃ) যুবলীগের আহ্বায়ক জাহিদ হোসেনসহ আরো অনেকে আত্মগোপন করে আছেন এবং এদের অনেকেই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে গেছেন। আত্মগোপনকারীদের তালিকায় থেকে সবচেয়ে বেশি সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন। কার্যনির্বাহী কমিটির একটি মিটিং ছাড়া অন্য কোনো কর্মকান্ডেই নেতা-কর্মীরা তাকে না পেয়ে চরম ক্ষুব্ধ। যুবলীগ নেতা লিয়াকত হোসেনও দেশ ত্যাগের পরিকল্পনা করে রেখেছেন বলে ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানিয়েছে।

ক্ষমতায় থাকাকালীন ব্যাপক সন্ত্রাস আর দুর্নীতির কারণে নির্বাচনে ভরাডুবির পর নতুন সরকারের সম্ভাব্য মামলার ভয়ে যেসব আওয়ামী লীগ নেতা আত্মগোপন করতে পারেন তাদের তালিকায় রয়েছে হাজী মকবুল, হাজী সেলিম, মোহাম্মদ নাসিম, আবু সাইয়িদ, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার নাম।

প্রবাসে না গিয়ে যে কোনো উপায়ে 'ম্যানেজ' করেও থাকছেন অনেকে। পরিবহন সেক্টরের জনৈক আওয়ামী লীগ সমর্থিত নেতা নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলকেই নগদ অর্থ দিয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি বিদেশে না গিয়েও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাচ্ছেন।

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এক ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা ২০০০কে বলেন, 'আমরা সব সময়ই সতর্ক অবস্থায় আছি। যদিও কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীকে ইমিগ্রেশন পার হবার সময় বাধা দেবার ব্যাপারে কোনো নির্দেশ পাইনি, তবুও আমরা যে কাউকে যে কোনো সময় আটকে দিতে পারি। আর এ কারণেই হয়তো এই পথ আর কেউ মাড়াবেন বলে মনে হয় না।

নির্বাচনে পরাজিত হয়ে দেশ ছাড়ার যে নজির এবার স্থাপিত করলেন আওয়ামী লীগের এক শ্রেণীর জননেতারা (!) তার মাধ্যমে তারা যে শুধু নিজেদের কালিমালিপ্ত করেছেন তা নয়, বরং দলকে বিব্রতকর অবস্থার মুখে ফেলে দিয়েছেন। তবে এ প্রসঙ্গে সাবেক শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ২০০০-এর এই প্রতিবেদককে বলেন, 'দেশ ছাড়ার বিষয়টি নেতিবাচকভাবে বলা হচ্ছে। যারা গিয়েছেন তাদের অনেকেই চিকিৎসার উদ্দেশ্যে গিয়েছেন এবং অচিরেই ফিরে আসবেন।'

চট্টগ্রামের সাত মন্ত্রী

চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী এবং প্রধান বন্দরনগরী হিসেবে এর গুরুত্ব দেশের অন্যান্য স্থানের চেয়ে অনেক বেশি। এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের উন্নয়ন সমগ্র দেশের জন্য ইতিবাচক দিক বলে মনে করছেন বিশ্লেষক মহল। বঞ্চিত চট্টগ্রামবাসীর সাত মন্ত্রী প্রত্যাশার দিক... লিখেছেন চট্টগ্রাম থেকে সুমি খান

আবদুল্লাহ আল নোমান

এল কে সিদ্দিকী

এম মোরশেদ খান

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

জাফরুল ইসলাম চৌধুরী

বাণিজ্যিক রাজধানীর স্বপ্ন চট্টগ্রামবাসীর জন্য কেবল স্বপ্ন হয়েই থাকছে না, পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে– এমন আভাস দিচ্ছেন চট্টগ্রামে ফিরে বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান।

চট্টগ্রাম থেকে ৩ জন পূর্ণমন্ত্রী, ৩ জন প্রতিমন্ত্রী এবং মন্ত্রীর পদমর্যাদার একজন উপদেষ্টা বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেয়েছেন। এ নিয়ে চট্টগ্রামবাসীর গর্বের শেষ নেই যেন; আশাবাদেরও শেষ নেই। গুরুত্বপূর্ণ পদে ঠাঁই হবে খুব শিগগির প্রভাবশালী নেতা মঞ্জুর মোর্শেদ খান এবং কর্নেল অলি আহমদের– এমনও শোনা যাচ্ছে। সব প্রতিশ্রুতি, সব আশাবাদের জবাব ভবিষ্যৎই দেবে।

'বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে দায়িত্ব দিয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন'– এমন মন্তব্য বিশ্লেষক মহলের। সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতে বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী তার মেহেদীবাগ বাসভবনে এই প্রতিবেদককে বলেন, 'বাণিজ্যিক রাজধানীর কনসেপ্ট বিশ্বের কোথাও নেই। চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানীর পূর্ণ মর্যাদায় বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। চট্টগ্রাম থেকে কেউ যেন মাইগ্রেট করে অন্য কোথাও না যায়।'

অত্যাধুনিক ফিন্যান্সিয়াল হেড অফিস চট্টগ্রামে স্থাপনের ব্যাপারে মন্তব্য করেন। 'প্রিম্যাচিউরড্ কম্যান্ট বা রিমার্ক করতে চাই না আমি। ৩টি ব্যাংকের হেড অফিস চট্টগ্রামে স্থাপন করলেই যদি বাণিজ্যিক রাজধানীর সমাধান হয় তাহলে কালই সেটা করতে পারি। তবে ক্যাটাগরিক্যালি কাজ করতে হবে। নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে'। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তার প্রত্যাশিত কি-না এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সারা দেশের মানুষের সঙ্গে আমিও আনন্দিত। ব্যবসায়ী সমিতিরও প্রত্যাশা ছিল। নেত্রীর সিদ্ধান্তে আমি আনন্দিত।' গত ৫ বছরে বিভিন্ন কারণে উন্নয়ন হয়নি বলে তিনি বলেন, 'আমরা ১ বিলিয়ন ডলার প্রোজেক্ট নিয়ে উপশহর করবো। সে ক্ষেত্রে দেড় লাখ লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দশ লাখ লোকের পরিবার চলবে।' তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'এদেশে Criticism অনেক হয়েছে; আর চাই না।'

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, 'বাণিজ্যিক রাজধানী করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবো। চট্টগ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বন্দরের আধুনিকায়ন, মেরিন ফিশারিজ একাডেমীর সদর দপ্তর চট্টগ্রামে স্থাপন, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর চট্টগ্রামে স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। তবে নির্বাচনী সফরকালে দেখেছি বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস চট্টগ্রামের প্রধান সমস্যা। এব্যাপারে ইতিমধ্যে আমি ওয়াসার সঙ্গে আলোচনা করেছি। চট্টগ্রাম নিয়ে সিডি'র মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের চেষ্টাও আমি করবো।'

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন, 'জনগণের ভোটবিহীন নির্বাচিত মেয়র বর্তমানে দায়িত্বে আছে– সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নেবে সহসাই'। আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন, 'এই মেয়র এবং কমিশনারদের পদত্যাগ করা উচিত।'

চট্টগ্রামে ফিরেছেন বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী। চট্টগ্রামে ফিরলেও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি। পানিসম্পদ মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার এল কে সিদ্দিকীর এখনো চট্টগ্রাম সফর হয়নি।

চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী এবং প্রধান বন্দরনগরী হিসেবে এর গুরুত্ব দেশের অন্যান্য স্থানের চেয়ে অনেক বেশি। এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের উন্নয়ন সমগ্র দেশের জন্য ইতিবাচক দিক বলে মনে করছেন বিশ্লেষক মহল। তবে ভবিষ্যৎই বলে দেবে রাজনৈতিক হঠকারিতার এই সময়ে দেশের বর্তমান নেতৃত্ব দীর্ঘদিনের স্বপ্নবঞ্চিত চট্টগ্রামবাসীকে সামান্যতম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কতটা সফলতার পরিচয় দিতে পারবেন।

যশোর

এবার আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক বিপর্যয়

দলের হাইকমান্ডের ভুল রাজনীতির কারণে যেমন এবার আওয়ামী লীগের ভরাডুবি হয়েছে, তেমনি নির্বাচনের পর ঘটেছে ভয়াবহ সাংগঠনিক বিপর্যয়। জামায়াত-বিএনপির সম্মিলিত ভোটের কারণেই আওয়ামী লীগের বিপর্যয় হয়েছে... লিখেছেন যশোর থেকে **মামুন রহমান**

নির্বাচনে ভরাডুবি হওয়ার পর বৃহত্তর যশোর (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল) আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক ভিত্তিও ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। তাদের নির্বাচনোত্তর কার্যকলাপ দেখে মনেই হচ্ছে না তারা ক'দিন আগেও ক্ষমতায় ছিল এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি রাজনৈতিক দল। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে এ অঞ্চলে যে সহিংসতা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা তো কোনো প্রতিবাদ করেইনি বরং পারলে নিজেরাই অনেকটা আত্মগোপন করে থেকেছেন। যে কারণে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্র যে কঠোর কর্মসূচির ডাক দেয় তা এ অঞ্চলে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। কোথাও কোনো কর্মসূচি পালিত হয়নি। মাত্র ক'দিন আগেও যাদের তর্জন-গর্জনে ব্যাঘ্রের হিংস্রতা ছিল, হঠাৎ করেই তারা ফাটা বেলুনের মত চুপসে যাওয়ায় দলের মাঠপর্যায়ের কর্মীরাও হতবিহ্বল হয়ে গেছেন। তারা আদৌ আর এ দল করবেন, না অন্য দলে যোগ দেবেন তা নিয়ে অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আওয়ামী লীগের ওপর যে আস্থা ছিল তাতে এবার বড় ধরনের ফাটল ধরেছে। নির্বাচনে হারা দলের নেতা-কর্মীরা এবার তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সন্ত্রাসীদের হাতে তারা যখন মার খেয়েছে তখন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা তাদের পাশে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু কেন এমন হলো? নির্বাচনে হারার পর আওয়ামী লীগের মত একটি বড় দলের সাংগঠনিক ভিত্তি কি এভাবে ভেঙে যেতে পারে? এর জবাবে যশোর জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় এক নেতা বলেন, 'পারে। হবে না কেন? মন্ত্রী-এমপি হওয়ার পর দলের স্থানীয় নেতারা সব ধরাকে সরা জ্ঞান করে ফেলেছিলেন। ক্ষমতার মোহে তারা আমাদের মত নেতা-কর্মীদের মানুষ মনে করতেন না। আচরণ করতেন শেয়াল-কুকুরের মত। তাহলে এমনটি হবে না কেন? দলের সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে তারা। আর আমরা শুধু 'জয়বাংলা' গেয়ে যাব তা কতদিন হয়। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন। যারা এমপি ক্যান্ডিডেট হয়েছিল তাদের কেউ মাঠে নেই। মারও খাচ্ছে সাধারণ নেতা-কর্মীরা। এতো হতে পারে না।'

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

আলী রেজা রাজু

খান টিপু সুলতান

তবিবর রহমান সরদার

দলের এই সাংগঠনিক বিপর্যয় সম্পর্কে জানতে চাইলে শার্শা উপজেলা আওয়ামী লীগের এক শীর্ষ নেতা বলেন, দলের জন্যে অনেক করেছি। অর্থ খরচ করেছি।

অতীতে সরকারবিরোধী আন্দোলনে ইটপাটকেল খেয়েছি। অথচ এবার এ আসনে দলীয় মনোনয়ন দেয়া হলো প্রার্থী হায়ার করে। তাহলে এখন আমরা যাব কেন? বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা এখন গ্রামাঞ্চলে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী, সমর্থক আর সংখ্যালঘুদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে। তাহলে তাদের রক্ষার দায়িত্ব তো শেখ আফিল উদ্দিনের। তিনি এখন কোথায়? দলের হাইকমান্ডের উচিত শেখ আফিল উদ্দিনকে শার্শায় পাঠিয়ে দেয়া। আমরা কেন অযথা মারধর খেতে যাবো?

শুধু শার্শা নয়, এ অবস্থা বৃহত্তর যশোরের সবকটি জেলাতেই। দলের ভরাডুবি হওয়ার পর অভ্যন্তরীণ কোন্দল এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এ অঞ্চলে দলটির সাংগঠনিক বিপর্যয়ও ঘটে গেছে। নেতৃত্ব বলতে কিছু নেই। যে কারণে হাইকমান্ড ঘোষিত কোনো কর্মসূচি এখানে পালিত হয়নি। হয়নি দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর হওয়া হামলার কোন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। আর সে কারণেই মাঠপর্যায়ের কর্মী সমর্থক আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন এখন চরমভাবে ক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগের ওপর।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইতিপূর্বে এমনভাবে আর কখনো আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক বিপর্যয় ঘটেনি। আর এবারের এ বিপর্যয় শুধুমাত্র নির্বাচনে পরাজয়ের কারণেই ঘটেনি, ঘটেছে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণেই। যশোর জেলা আওয়ামী লীগের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, দলের হাইকমান্ডের ভুল রাজনীতির কারণে যেমন এবার আওয়ামী লীগের ভরাডুবি হয়েছে, তেমনি নির্বাচনের পর ঘটেছে ভয়াবহ সাংগঠনিক বিপর্যয়। সূত্রটি এর ব্যাখ্যা দিয়ে জানায়, দলের কোনোভাবেই উচিত হয়নি জামায়াত-বিএনপির জোট হতে দেয়া। যেভাবেই হোক শেখ হাসিনার উচিত ছিল জোট ভেঙে দেয়া। কারণ জামায়াত বিএনপির সম্মিলিত ভোটের কারণেই আমাদের এ বিপর্যয় হয়েছে। জনগণ আমাদের প্রত্যাখ্যান করেনি। কারণ গত নির্বাচনের তুলনায় সব আসনেই আমাদের প্রচুর ভোট বেড়েছে। কিন্তু এরপরও আমরা হেরেছি ৪ দলের ভোট এক বাক্সে যাওয়ার কারণে। শেখ হাসিনার উচিত ছিল জোট যখন তিনি ভাঙতে পারেননি, তখন চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে জাতীয় পার্টি, জাসদ ও ১১ দলসহ সমমনাদের সঙ্গে পাল্টা জোট গঠন করা। তাহলেও হয়তো বিপর্যয় কিছুটা রোধ করা যেত। কিন্তু তিনি তা করেননি। আর এতেই প্রমাণ হয়েছে শেখ হাসিনার নামের শেষে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত প্রখ্যাত অনেক ডিগ্রি থাকলেও খালেদা জিয়ার কাছে তার অনেক কিছু শেখার আছে। ঐ নেতা বলেন, বর্তমান সাংগঠনিক বিপর্যয়ের জন্যেও শেখ হাসিনা দায়ী। কারণ তিনিও চাইতেন প্রতিটি জেলায় ৪/৫টি গ্রুপ রাখতে। তার পেছনে অবশ্য কারণও ছিল। তাহলো প্রত্যেক গ্রুপের নেতারা চাইতেন তাদের গ্রুপকে শক্তিশালী করতে। আর এ জন্যে তারা নিজ গ্রুপের পক্ষে নতুন নতুন কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করতো। তাতে দলের শক্তি বৃদ্ধি পেত। কিন্তু সেই গ্রুপিং, লবিং এখন বড় কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে দলের জন্যে। কোনো পক্ষই মানছেন না প্রতিপক্ষকে। আর এ অবস্থা সবচেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যশোরে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, হাইকমান্ড ভাবছে সাবেক সাংসদ তবিবর রহমান সরদার (সভাপতি) ও শরীফ আব্দুর রাকিবের (সাধারণ সম্পাদক) নেতৃত্বাধীন কমিটিকে দিয়ে

দে • য়া • ল • লি • পি

আমরা সবাই রাজাকার মুক্তিযোদ্ধারা বাংলা ছাড়

ওপরের এই অভিনব স্লোগান দিয়ে মিছিল করেছে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার একদল বিএনপি সমর্থক যুবক। গত পয়লা অক্টোবরের নির্বাচনে চারদলের বিজয়ের পর জামায়াত বা ইসলামী ঐক্যজোটের কর্মী-সমর্থকদের 'রাজাকার' বলা যাবে না বলে বিভিন্ন জায়গা থেকে হুমকি দেয়ার খবর আসছিল। এই মিছিলে আর হুমকি নয়, বিএনপি নামধারীরা সরাসরিই নিজেদের 'রাজাকার' পরিচয় দিয়ে 'মুক্তিযোদ্ধাদের' দেশ ছাড়তে বলেছে। উল্লেখ্য যে, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান কেবল মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারই ছিলেন না, দাবি করা হয় যে ছাব্বিশে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার থেকেই 'স্বাধীনতার ঘোষণা' দিয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ ছাড়তে হলে জিয়াউর রহমানের অবস্থান কোথায় হবে বিএনপি'র এই যুবকরা অবশ্য সে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি। হলে তারা কি উত্তর দিত জানা নেই। তবে যারা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তারা কোনো 'রাজাকার'-এর কারণে দেশ ছাড়বে না।

বাংলাদেশের পর্যবেক্ষণ

নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার কথিত পরিকল্পক ওসামা বিন লাদেনকে মার্কিনিদের কাছে হস্তান্তর না করায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ড মিলে গত ৭ অক্টোবর রাতে আফগানিস্তানের ওপর বোমা ও মিসাইল হামলা শুরু করে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই হামলার পক্ষে-বিপক্ষে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও বাংলাদেশ তা করেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকাররের প্রধান উপদেষ্টার পররাষ্ট্রবিষয়ক বিশেষ সহকারী সাংবাদিকদের জানান যে, 'বাংলাদেশ আফগানিস্তানে উদ্ভূত ঘটনা প্রবাহের প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখছে।' বাংলাদেশ যে এই পর্যবেক্ষণ ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না তা প্রমাণ পাওয়া গেছে আগেই যখন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত দুই বড় দলের সম্মতি নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আফগানিস্তানে হামলার জন্য মার্কিন সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের আকাশসীমা, জলসীমা ও স্থলভূমি ব্যবহারের নিঃশর্ত অনুমোদন প্রদান করে। যখন ঐ আফগানিস্তানে ঐ মার্কিন সেনারা একতরফা বোমা-মিসাইল হামলা শুরু করেছে তখন বাংলাদেশের আর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ কোথায়। বস্তুত, বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই মার্কিনিদের হুমকির মুখে তাদের সাথে দাঁড়িয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের অর্থ সরকারের নিশ্চেষ্ট ভূমিকা।

দখল অভিযান

বাংলাদেশে প্রতি নির্বাচনের পরই এখন পালা করে দখল চলে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরপরই এবারের দখল অভিযানে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে শুরু করে গণশৌচাগার পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাস, নৌ-টার্মিনাল দখল তো খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। অবশ্য দখলকারীদের পক্ষ থেকে এসব 'দখল'কে 'দখল' বলা হচ্ছে না। বরং উল্টো বলা হচ্ছে যে নির্বাচনে পরাজয়ের খবর শুনে এসব প্রতিষ্ঠানের এতদিনের দখলদাররা নিজ ইচ্ছায় চলে গেছে। বিএনপি ক্যাডাররা সেই শূন্য জায়গা পূরণ করেছে মাত্র।

কাজী জাফরের মন্দ কপাল

জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেলেও কাজী জাফরের মন্দ কপাল দূর হয়নি। কাজী জাফর নিজেকে জাতীয় পার্টি হিসাবে দাবি করলেও জাপা (না-ফি) অংশের চেয়ারম্যান নাজিউর রহমান মঞ্জুর বলেছেন, কাজী জাফর জাতীয় পার্টির কেউ নন। কাজী জাফর অবশ্য বলেছেন যে, নাজিউর রহমান মঞ্জুর তার বয়সে ছোট হওয়ায় তিনি প্রেসিডিয়াম সদস্য পদ গ্রহণ করেননি। তবে তিনি জাতীয় পার্টির প্রাথমিক সদস্য হিসাবে আছেন এবং যখন যেখানে প্রয়োজন হবে তাকে সেখানে ব্যবহার করা যাবে। তবে কাজী জাফরকে কেউ ব্যবহার করতে রাজি হবেন কিনা সে নিয়ে সন্দেহ আছে।

আর দলকে চাঙ্গা করা যাবে না। কারণ গত নির্বাচনে জনাব রাকিব প্রকাশ্যে দলীয় প্রার্থী আলী রেজা রাজুর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। নির্বাচনে জনাব রাজু হেরে যাওয়ায় এখন সব দোষ রাকিবের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। দলের সিংহভাগ নেতা-কর্মীও তার ওপর চরম ক্ষুব্ধ। অন্যদিকে বার্ধক্যজনিত কারণে তবিবর রহমান সরদারও দল চালাতে অক্ষম। যে কারণে নতুন কমিটি গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। শোনা যাচ্ছে, সাবেক সাংসদ খান টিপু সুলতান ও আলী রেজা রাজু সভাপতি এবং পৌর চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান চুন্নু সাধারণ সম্পাদক হওয়ার জন্যে ইতিমধ্যে গ্রুপিং, লবিং শুরু করেছেন। আর এ নিয়ে শুরু হয়েছে আরো কোন্দল সব মিলিয়ে যশোর জেলা আওয়ামী লীগের কার্যক্রম এখন চলছে হ-য-ব-র-ল অবস্থার মধ্য দিয়ে।

অন্যদিকে একই অবস্থা বিরাজ করছে নড়াইল ও ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগেও। নড়াইলে শেখ হাসিনা জিতলেও দলের মধ্যে বিরাজমান কোন্দলের অবসান হয়নি। শেখ হাসিনার ছেড়ে দেয়া দুটি আসনে কারা প্রার্থী হবেন এ নিয়ে এখন সবাই ব্যস্ত। যে কারণে দলীয় নেতা-কর্মী, সমথর্ক আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন নির্বাচনের পর কি অবস্থায় আছে তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। স্থানীয় একজন সাংবাদিক জানান, নড়াইল আওয়ামী লীগে এখনো যে দুরবস্থা বিরাজ করছে তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে এখানেও তাদের বিপর্যয় অনিবার্য। এমনকি শেখ হাসিনা এখানে জিতলেও উপ-নির্বাচনে দুটি আসনই তাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। যশোরের পর আর যেখানে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক বিপর্যয় ঘটেছে তাহলো ঝিনাইদহ। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে এখানে ব্যাপক সহিংস ঘটনা ঘটেছে। আওয়ামী লীগের দাবি অনুযায়ী ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ) এলাকায় এ পর্যন্ত দু'জন নিহত ছাড়াও তিন সহস্রাধিক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সমর্থক প্রহৃত হয়েছে। লুটপাট হয়েছে তাদের ঘর-বাড়ি। প্রাণের ভয়ে তারা বসতভিটা ফেলে পালিয়ে গেছে। আর এসব করেছে বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরাই। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এত কিছু ঘটলেও আওয়ামী লীগ এর বিরুদ্ধে টু-শব্দটি পর্যন্ত করেনি। আর তা হয়েছে সাংগঠনিক বিপর্যয়ের কারণেই। দলের নেতাদের এই পলায়নপর মনোভাব দেখে চরমভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছেন কর্মী-সমর্থকরা।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ খুলনা বিভাগের ৩৭টি আসনের মধ্যে জিতেছিল ২৩টি আসনে। আর এবার তারা পেয়েছে মাত্র ৭টি আসন। কিন্তু ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে তাদের ভোট মোটেও কমেনি। বরং ৫০ শতাংশের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। '৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ খুলনা বিভাগে ভোট পেয়েছিল প্রায় ২০ লাখ ৯৫ হাজার। অন্যদিকে এবার তারা ভোট পেয়েছে ৩১ লাখ ৪৫ হাজার। অথচ ময়দানে আওয়ামী লীগ নেই। দলের একনিষ্ঠ নেতা-কর্মীরা বলছেন, এই মুহূর্তে যদি বিরাজমান দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে ব্যবস্থা নেয়া না হয় তাহলে দলের ওপর এর সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। তা ছাড়াও বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে, ভবিষ্যতে দলের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ হতে পারে।

রো • জ • না • ম • চা

এবার 'স্থূল কারচুপি'

একানব্বইয়ের নির্বাচনে পরাজিত হয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ এনেছিলেন। এবারের নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে তার বক্তব্য হল যে এবার আর 'সূক্ষ্ম কারচুপি' নয় 'স্থূল কারচুপি' করে আওয়ামী লীগকে হারিয়ে দেয়া হয়েছে। এই 'স্থূল কারচুপি'র মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণ ব্যালট প্রেরণ এবং সেগুলোতে ধানের শীষে সিল ব্যালট বাক্স পূর্তি নির্বাচন কমিশনে নির্বাচনের ফলাফল জানিয়ে পাঠানো 'ফ্যাক্স বার্তায়' কারচুপি ইত্যাদি। অবশ্য ভোটের হিসাব দেখা যাচ্ছে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার ৩৭ ভাগ ভোটকে ৪০ ভাগে উন্নীত করতে পেরেছে। এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্য শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগ কোনো কথা বলছে না।

বিজ্ঞাপনের রেওয়াজ

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অর্থবিত্ত প্রদর্শনের যে প্রতিযোগিতা চলেছে তা এখনও শেষ হয়নি। নির্বাচনে বিজয়ী ব্যক্তিরা এতদিন ভোট চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এখন তারা এলাকার লোকদের অভিনন্দন জানিয়ে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। অবশ্য এই বিজ্ঞাপন প্রদান নির্বাচনী আচরণবিধির আওতায় আসে কিনা সেটা বলা যাচ্ছে না। তবে এসব বিজ্ঞাপনেও যে ঐ প্রার্থীদের লাখ লাখ টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে তা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বিভাগ তথা কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিরা খুব ভালো করে জানেন।

বিমুখ শ্বশুরবাড়ি

শ্বশুরবাড়ির সাথে কখনই সম্পর্ক ভালো ছিল না আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার। তারপরও এবার দলীয় কোন্দল মেটাতে শেখ হাসিনা তার শ্বশুরবাড়ি রংপুরের পীরগঞ্জ থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। পীরগঞ্জের বউ হিসেবে তিনি ভোটও দাবি করেছিলেন। কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে ভোট দেয়নি। তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা শেখ হাসিনাকে বিমুখ করেছে। অন্যান্য আসনে নির্বাচিত হলেও পীরগঞ্জ থেকে তিনি হেরে গেছেন। শেখ হাসিনার তাই আক্ষেপ– 'শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ভাতও দেয়নি, এবারও ভোটও দিল না।'

কপালের ফের

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন আর কারও জন্য কষ্ট ও গ্লানি বয়ে না আনুক, এরশাদের জন্য এসেছে। নির্বাচনী প্রচারে এরশাদ দাবি করেছেন যে, নির্বাচন কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় তার কাছেই আসবে সরকার গঠনে সাহায্যের জন্য এবং তিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন। অবশ্য দন্ডিত আসামি হিসাবে নির্বাচনে অযোগ্য একজন ব্যক্তি কিভাবে প্রধানমন্ত্রী হন সে ব্যাপারে এরশাদ কখনই কিছু বলেনি অথবা যেসব সংবাদপত্র তার ঐবালখিল্য বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে ছাপিয়েছে তারাও প্রশ্ন করেনি। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল এরশাদের ঐ সব হিসাবও গুলিয়ে দিয়েছে। আর সে কারণে নির্বাচনী ফলাফলের ধারা দেখে এরশাদ বিজয়ী চারদলীয় নেত্রীকে একটি অভিনন্দন পাঠিয়ে রাতের আঁধারে বিদেশ চলে গেছেন। তার যাওয়াটা এতই গোপন ছিল যে দলের নেতারা পর্যন্ত বিষয়টা টের পায়নি। বিদেশ থেকে এরশাদ চেষ্টা করছে যে তাকে যেন আর জেলে যেতে না হয়। অন্যদিকে জাতীয় পার্টির (না-ফি) অংশের নাজিউর রহমান মঞ্জুর সংবাদ সম্মেলন করে হুমকি দিয়েছেন যে, এরশাদকে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বেন। অথচ হাইকোর্টে এরশাদের পাঁচ কোটি টাকা জরিমানার আদেশ হলে এই নাজিউর রহমান মঞ্জুরই তার ঐ জরিমানার অর্থ সংগ্রহের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন ববং তার জন্য ভোলার বাবুল হত্যার মামলার কপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে তাকে অভিযুক্ত দেখিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। এখন সেই মঞ্জুরই এরশাদকে জেলে পাঠাতে চাচ্ছেন। একেই বলে কপালের ফের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আতঙ্ক আছে এখনো

হল দখল অভিযানের পর ছাত্রদল গত ১৩ অক্টোবর শনিবার রাতে জগন্নাথ হলে প্রথম মিছিল বের করে। গত এক দশকের মধ্যে সেটিই ছিল জগন্নাথ হলে ছাত্রদলের প্রথম মিছিল। কিন্তু এই প্রথম মিছিলটি থেকে ছাত্রদলের ক্যাডারদের তাণ্ডব শঙ্কিত করে তুলেছে হলের সাধারণ ছাত্রদের... লিখেছেন সাইফুল ইসলাম রিপন

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়া শপথ নেয়ার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি হল দখল নিয়ে ছাত্রদলের ৩টি গ্রুপ ও কয়েকটি উগ্র গ্রুপের সশস্ত্র মহড়ায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ভীত হয়ে পড়েছে। ফলে গত ১০ অক্টোবর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হলেও ক্লাসরুমগুলো ভরছে না।

হল দখল অভিযানের পর ছাত্রদল গত ১৩ অক্টোবর শনিবার রাতে জগন্নাথ হলে প্রথম মিছিল বের করে। গত এক দশকের মধ্যে সেটিই ছিল জগন্নাথ হলে ছাত্রদলের প্রথম মিছিল। কিন্তু এই প্রথম মিছিলটি থেকে ছাত্রদলের ক্যাডারদের তাণ্ডব শঙ্কিত করে তুলেছে হলের সাধারণ ছাত্রদের। জানা গেছে, সেদিন জগন্নাথ হলে কয়েকটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা মিলে সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়নের প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল বের করে। ছাত্রদলের ক্যাডাররা মিছিলটি বন্ধ করে দেয় এবং সংখ্যালঘু ইস্যুতে তাদের অনুমতি ছাড়া কোনো মিছিল হবে না বলে ঘোষণা দেয়।

ছাত্রদলের হল দখলের পর সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলে। এ হলে ছাত্রদলের পিন্টু গ্রুপ সমর্থক দুটি উপগ্রুপ পরস্পর বিরোধী সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছে। বিএনপি হাইকমান্ডের কড়া নির্দেশের কারণে জিয়া হলে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সরাসরি সংঘর্ষ হয়নি। তবে গ্রুপ দুটির একে অপরকে শক্তি প্রদর্শন, প্রকাশ্যে অস্ত্র বহন, মধ্যবয়স্ক বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সদম্ভ চলাফেরায় সাধারণ ছাত্রদের জীবন ওষ্ঠাগত।

জানা গেছে, ১৯৯৬ সালে ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের একজন ছাত্রীকে থাপ্পড় মেরে জাকির খান ছয় মাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। অতীত রেকর্ড গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় ছাত্রদলের অন্য দুটি গ্রুপ জাকির খানকে ক্যাম্পাসে স্থান দিতে সম্মত নয়। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে জাকির গ্রুপ 'সেভেন স্টার' গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সে গ্রুপের কিছু ক্যাডাররাও জিয়া হলে অবস্থান নেয়। হলের এ পরিস্থিতিতে সংঘর্ষের আশঙ্কায় সাধারণ ছাত্ররা হলে থাকা নিরাপদ মনে করছে না।

ছাত্রদলের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলো দ্বন্দ্বে সন্ত্রস্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে বঙ্গবন্ধু হল, মুহসীন হল, সূর্যসেন হল ও জসীম উদ্‌দীন হলেও। বঙ্গবন্ধু হলে দখল অব্যাহত রাখার জন্য পিন্টু গ্রুপ নিয়ে এসেছে টোকাই সাগরের একটি গ্রুপ। মুহসীন হলে ছাত্রদল নেতা হারুনুর রশিদ শিশির ওরফে ডগ শিশির লাল্টু গ্রুপ কিংবা মনির গ্রুপের কোনো নেতাকর্মীকে হলে উঠতে দিচ্ছে না। সূর্যসেন হল নিয়ন্ত্রণ করছে ছাত্রদলের ঢাবি সাধারণ সম্পাদক মামুন নিজেই। অন্যদিকে জসীম উদ্‌দীন হলে পিন্টু গ্রুপ এবং মনির গ্রুপের ক্যাডাররাই সশস্ত্র অবস্থানে রয়েছে। তবে হলটি রয়েছে পিন্টু গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে। এ হলগুলোতে ছাত্রদলের ক্যাডাররা অস্ত্র বহন করছে প্রায় প্রকাশ্যে। বহিরাগতদের বিভিন্ন রুমে ভাগ করে থাকতে দেয়া হচ্ছে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে। পুলিশ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো নির্বিকার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি হলের মধ্যে একমাত্র জহুরুল হক হলে ছাত্রলীগের দখলদারিত্ব রয়েছে। হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাঈনুদ্দিন বাবু হলটি নিয়ন্ত্রণ করছেন। তবে জহুরুল হক হলটি ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে থাকার নেপথ্যে দুটি ভিন্ন বক্তব্য জানা গেছে। একটি সূত্র বলছে, প্রতিদ্বন্দ্বী লাল্টু কিংবা অন্য কোনো গ্রুপের হাত বাঁচিয়ে নিজের জন্য রাখতে গিয়ে মামুন গ্রুপ এ হলে ছাত্রলীগকে সমর্থন করছে। পরিস্থিতির কারণে পিন্টু গ্রুপের সমর্থনপুষ্ট মামুন গ্রুপ এ মুহূর্তে দখল না করলে পরবর্তী যেকোনো সময়ে দখলের অপেক্ষায় রয়েছে। তবে হলের ভেতরের পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। ছাত্রলীগের শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতা থেকে শুরু করে হল পর্যায়ের কর্মীরাও এ হলে অবস্থান নিয়েছে। ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতারা জানিয়েছেন, বাবু যাতে চাইলেও বাঁক নিতে না পারে, সে জন্য যথেষ্ট সংখ্যক 'সেকেন্ডম্যান' সে হলে রয়েছে।

নিজেরা গ্রুপ দ্বন্দ্বে বিক্ষত হলে ছাত্রদল নেতারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জামাত-শিবিরের তৎপরতা নিয়েও শঙ্কিত। সংশ্লিষ্টদের মতে, ছাত্রদলের দখলদারিত্বের সুযোগে ক্যাম্পাসে জামাত-শিবিরের তৎপরতা বেড়েছে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ হলের পাঠকক্ষগুলোতে 'দৈনিক সংগ্রাম' সরবরাহ করতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বাধ্য করা হয়েছে।

এছাড়াও ছাত্রদলের সমাবেশ-মিছিলে এমন কিছু ৮/১০ জনের গ্রুপ আসছে যাদের ছাত্রদল নেতারা চেনে না। ফলে ছাত্রদল ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা উদ্বিগ্ন শিবির নিয়েও।

কবি শামসুর রাহমানের ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষে ৭ দিনব্যাপী বইমেলা

বাংলা ভাষার অন্যতম কবি শামসুর রাহমানের ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষে আগামী ২৩ অক্টোবর ২০০১ মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় শুধু বাংলাদেশে প্রকাশিত সৃজনশীল বই বিক্রয় কেন্দ্র 'শ্রাবণ'-এর উদ্যোগে ২৮ আজিজ সুপার মার্কেটে ৭ দিনব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে। এই বইমেলায় কবি শামসুর রাহমানের প্রকাশিত রচনাবলী তাঁকে নিয়ে রচিত বইপত্র ২৫% কমিশনে বিক্রয় হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বইমেলা চলবে। মেলার ২য় দিন ২৪ অক্টোবর কবি শামসুর রাহমান তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী পাঠকদের অটোগ্রাফ দেবেন বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত।